মৃত বিএলও, ভোটারদের পরিবার শোনাল দুর্দশার কথা

আজকালের প্রতিবেদন

এসআইআরের আতঙ্ক এবং কাজের চাপে কী অসহায় অবস্থায় পড়ে মৃত্যু হয়েছে বিএলও ও ভোটারদের, সেই কাহিনিই উঠে এল তাঁদের আত্মীয়দের বর্ণনায়। মঙ্গলবার, কলকাতা প্রেস ক্লাবে। দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের ডাকে এদিন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা এসেছিলেন। মৃত বিএলও অশোক দাসের স্ত্রী সুদীপ্তা দাস জানালেন, যাদবপুরের ১১০ নম্বর পার্টের বিএলও ছিলেন তাঁর স্বামী। চাপ নিতে পারছিলেন না। একসময়ে মাথা ঘুরে বারে বারেই বলছিলেন, কোথায় যাব? এরপরই তিনি আত্মঘাতী হন। আমরা এটা কল্পনাও করতে পারিনি।' বসিরহাটের কিরোজা বেগমের ছেলে আলি হোসেন কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। বললেন, 'মা অসুস্থ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাঁচাতে পারিনি।' মতুয়া মহাসঙ্ঘের গোসাঁই পরিষদের সম্পাদক রণজিৎ বায়েন বলেন, 'এ নির্বাচন কমিশন নয়, নির্যাতন কমিশন। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বিজেপি দেশের সংবিধান সরিয়ে রেখে মনুসংহিতা বাঙালি প্রাণ হারিয়েছেন, তা নিয়ে কোনও সহানুভূতি দেখাননি। বিজেপি বাঙালির লাশের ওপর দিয়ে চোরাপথে বাংলা দখল করতে চায়।' সাংবাদিক রঙ্গিদেব সেনগুপ্ত বলেন, 'এই লড়াই লড়তে হবে। এটা প্রতিটি বাঙালির লড়াই।' সঙ্গীতশিল্পী সৈকত মিত্র বলেন, 'বিক্ষোভ এখন সর্বস্তরে। প্রান্তিক মানুষ নানা ভাবে নির্যাতিত। তাই তাঁরা পথে নেমেছেন। সাংসদ দোলা সেন ও ডেরেক ও'ব্রায়েনের করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বাংলার জয় হয়েছে।' অভিনেতা বিভাস ঘোষ

এসআইআর-ত্রাস

পড়েও গিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও তাঁরা কথা শোনেননি। চাপ সহ্য করতে না–পেরেই অশোক আত্মঘাতী হয়েছেন। স্ত্রী সুদীপ্তার আর্তি, 'আমার ১৩ বছরের ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাব, কীভাবে সংসার চালাব! যদি আমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেন, তা হলে সংসারটা বাঁচাতে পারি।' এসআইআরের চাপে আত্মঘাতী পানিহাটির বাসিন্দা প্রদীপ করের ভাগনি শিল্পী ওঝা বললেন, 'মামা অনেক দিন ধরেই এসআইআর–আতঙ্কে ভুগছিলেন। চালু করতে চায়।' মতুয়া মহাসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক ড. সুকেশ চৌধুরি বলেন, 'এসআইআরের নাম করে দলিত, মতুয়া, ছিন্নমূল আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বিজেপি সমগ্র ভারতের জন্য অন্ধেম। বাংলা–বিহেষী সরকার।' এদিন দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের পক্ষ থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন, 'বাংলায় ভোটাধিকার কাড়লে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হবে। প্রধানমন্ত্রী সম্পত্তি এই রাজ্যে দুটি জনসভা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের অমানবিক কাজে ৮০ জন জানান, তাঁকে এবং তাঁর ভাইকে চেলে পাঠিয়ে হেনস্থা করা হয়েছে। কারণ বাবার নামের বানান ভুল ছিল। তাঁর প্রশ্ন, 'তা হলে পাসপোর্ট তৈরির সময় আঙ্কালা না কেন? বানান ভুল সংশোধনের কাজ তো কমিশনের।' সাংবাদিক মিতালি মিত্র বলেন, 'আমি কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা ছিলাম। ২০০২ সালের তালিকায় নাম ছিল না। আমি এখন কসবায় থাকি। অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট সব দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ডাকা হচ্ছে। এটা চক্রান্ত।'

দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সাংবাদিক বৈঠক। রয়েছেন আলি হোসেন মণ্ডল, মৃত বিএলও প্রদীপ করের ভাগনি শিল্পী ওঝা, মৃত বিএলও অশোক দালের স্ত্রী সুদীপ্তা দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, গোঁসাই পরিষদের সম্পাদক রঞ্জিত বায়েন, মতুয়া মহাসঙ্ঘের সম্পাদক সুকেশ চৌধুরি। প্রেস ক্লাবে, মঙ্গলবার। ছবি: তপন মুখার্জি

মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার এসডিও গ্রাউন্ডে আয়োজিত মডেল সেবাশ্রয় শিবির পরিদর্শনে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। চিকিৎসক, রোগী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ। রোগীদের পরিষেবা প্রদানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। শিবিরে আসা এক শিশুকে আদরও করেন অভিষেক। ছবি: আজকাল

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের ভুয়ো ভিডিও ছড়ানোয় গ্রেপ্তার

আজকালের প্রতিবেদন

সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বাসভবনের সজ্জার নাম করে ভুল তথ্য পরিবেশন, ভুয়ো ভিডিও, খবর রটানোর অভিযোগে কৌশিক পোল্লে নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার থানার পুলিশ। সোমবার রাতে হাওড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কমিশনারেট সূত্রে খবর, কেষ্টপুর মহিষবাথানের বাসিন্দা জয়প্রকাশ মণ্ডল গত বছরের ৪ অক্টোবর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় একটি লিঙ্ক শেয়ার করে এফআইআর দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি লেখেন, একটি ফেসবুক প্রোফাইলে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের অভ্যন্তরীণ কিছু বিবরণ সম্পর্কে একটি ভুয়ো তথ্যচিত্র দেওয়া হয়েছে। যা ভিত্তিহীন। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সম্পর্কে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ানোর মাধ্যমে, তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চলছে। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে বিধাননগর সাইবার শাখার পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত রাজ্যের 'অনুমোদন' পোর্টাল

আজকালের প্রতিবেদন

কোন গাড়ি, কে চালাচ্ছেন, তার তথ্য পরিবহণ দপ্তরের কাছে রাখতে হয় মালিককে। আর এই তথ্য রাখার জন্যই চালু করা হয়েছিল 'অনুমোদন' পোর্টাল। এই পোর্টাল এবার পুরস্কৃত হল। 'গভর্ন্যান্স নাও সিক্সথ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সামিট অ্যান্ড আওয়ার্ডস'–এ 'এঞ্জেলেস ইন ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট' বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মঙ্গলবার তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এই সুখবর জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'খুশির সঙ্গে জানাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক জানালাভিত্তিক ড্রাইভার অথরাইজেশন জেনারেশন পোর্টাল অনুমোদন এবার পুরস্কৃত হয়েছে। এই পোর্টাল রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে ওয়েবেল সংস্থা বানিয়েছে।' পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পোর্টালটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য, গাড়ি চুরি আটকানো, অন্যের গাড়ি নিয়ে কোনও অপরাধমূলক কাজ করা। যদি কখনও এরকম ঘটনা ঘটে, তা দ্রুত চিহ্নিতকরণ করবে এই পোর্টাল। গাড়ির চালকের যাবতীয় তথ্য, পরিবহণ দপ্তরকে আইনত জানাতে হয় গাড়ির মালিককে। তাই গাড়ির মালিক এই পোর্টালে গিয়ে তাঁর গাড়ি যাঁরা চালাবেন, তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেন। শুধু নাম নয়, চালকের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এই পোর্টালে আপলোড করা হয়। এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম এই রাজ্য সরকার নিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই অভিনব উদ্যোগকে পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পোর্টালে নাম নথিভুক্ত থাকলে, গাড়ি চুরি গেলে বা খোঁজ পাওয়া না গেলে, তা সহজে পুলিশ বের করতে পারে। কোনও অপরাধমূলক কাজে গাড়ি ব্যবহার করা হলে, মালিকের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এছাড়াও বাস, ট্রাক, লরি অনেক সময় মাসের পর মাস বাইরে থাকে। গাড়ির মালিকের সঙ্গে গাড়ির চালকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এই পোর্টালের মাধ্যমে পুলিশ তাঁদের হদিশ পেতে পারেন।

৪ প্রজাতির নতুন ধান আনল কৃষি দপ্তর

আজকালের প্রতিবেদন

উচ্চফলনশীল নতুন চার প্রজাতির ধান নিয়ে এল কৃষি দপ্তর। পুরুলিয়ার খরা প্রতিরোধ গবেষণা–কেন্দ্র এবং চুঁচুড়ার ধান গবেষণা– কেন্দ্র যৌথভাবে এই নতুন ধান এনেছে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সমাজমাধ্যমে এই খুশির খবর জানিয়ে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি লেখেন, 'আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের কৃষি দপ্তর রাজ্যের আবহাওয়া, জলবায়ুর উপযোগী চারটি নতুন ভ্যারাইটির উচ্চফলনশীল ধান উদ্ভাবন করেছে। পুরুলিয়ার খরা প্রতিরোধ গবেষণা– কেন্দ্র এবং চুঁচুড়ার ধান গবেষণা–কেন্দ্রে দীর্ঘ করেক বছরের গবেষণার পর এই প্রজাতিগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আমি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী–সহ সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।' মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ধানের এই চারটি নতুন ধরনের মধ্যে রয়েছে 'সুভাষিণী', 'কল্পমতি' ও 'মুসাবিরা' নামে তিনটি প্রজাতি। এই তিন প্রজাতির ধান রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মতো খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। খরিফ মরশুমে হেক্টেরপ্রতি ৫২ থেকে ৫৫ কুইন্টাল পর্যন্ত এই তিন ধানের ফলন সম্ভব। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য 'ইরাবতী' নামে আরও একটি নতুন প্রজাতির ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই ধান দীর্ঘক্ষণ জলমগ্ন জমিতে নষ্ট হয় না। পাশাপাশি ঝড় হলে চাষ করে হেলে পড়ে না। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই চারটিকে ধরে, ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার কৃষকদের সুবিধার্থে গবেষণার মাধ্যমে মোট ২৫টি নতুন ফসলের প্রজাতি তৈরি করল। এর মধ্যে ১৫টি ধান।'

প্রসঙ্গত, বাংলার কৃষিক্ষেত্রে 'নোনা–স্বর্ণ' ধান আগেই সাড়া ফেলেছে রাজ্যে। শুধু ফলনেই নয়, বাণিজ্যিকভাবেও সফলতা পেয়েছে এই ধান। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'আগেও ধানের নতুন প্রজাতি এনেছে দপ্তর। তার মধ্যে অন্যতম সফল নোনা–স্বর্ণ ধান। বন্যা পরিস্থিতির পর উপকূলবর্তী এলাকার জমিতে সমুদ্রের জল চলে আসায় সেখানে দু–তিন বছর কোনও কিছু চাষ করা যেত না। মাটি লবণাক্ত হয়ে থাকত দীর্ঘদিন। কৃষকরা সমস্যায় পড়তেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছেয় নোনা জমির উপযুক্ত ধান আবিষ্কারে উদ্যোগী হন কৃষিবিজ্ঞানীরা। এখন সেই লবণাক্ত জমিতেই ফলানো হয় নোনা–স্বর্ণ ধান।'

রাজ্যে সচিব স্তরে রদবদল

**সচিব স্তরে রদবদল হল। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হল সুব্রেজ গুপ্তাকে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সচে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এই দপ্তরটিও সামলাবেন তিনি। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের সচিব স্মারকি মহাপাত্রকে সর্বশিক্ষা এবং গ্রন্থাগার দপ্তরের সচিব করা হল। এই দপ্তরের সচিব আইপিএস রাজেশ কুমারকে সংশোধনাগার দপ্তরের সচিব করা হল। অপালা শেঠকে আদিবাসী দপ্তরের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি করা হল। সংশোধনাগার দপ্তর এতদিন উত্তরবঙ্গ দপ্তরের সচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালের অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল। আইজি রেজিস্ট্রেশন এবং স্ট্যাম্প রেভিনিউ–এর কমিশনার পবন কাদিয়ানকে ট্রেজারি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসের ডিরেক্টর করা হল। এটি তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব। মঙ্গলবার কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড
সিআইএন (CIN): L15133WB2022PLC251553
রেজিস্টার্ড অফিস: চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং, ১৪ তলা, ইয়েলো নং এ০১ এবং এ০২, ৩৩এ, জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০৭১। ফোন: ০৩৩-৪৬০৩১৮০৫
ইমেল: info@annapurnasnacks.in; **ওয়েবসাইট:** www.annapurnasnacks.in

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড-এর ("কোম্পানি") সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধি এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২০ ও ২২, সেই সাথে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন জেনারেল সার্কুলার এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করে সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে। কোম্পানি ওপ্রয়ের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং) ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাবগুলির জন্য সদস্যদের সম্মতি প্রার্থনা করছে। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে:

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিবরণ	প্রস্তাবের ধরণ
১.	কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের লিস্টিং/ট্রেডিং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর (এনএসই) 'ইমার্জ' প্ল্যাটফর্ম থেকে মূল বোর্ডে স্থানান্তরিত করা।	বিশেষ প্রস্তাব
২.	কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ১৮০(১)(সি) অনুযায়ী বোর্ডের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সংশোধিত সীমা ২৫০ কোটি টাকা (দুইশত পঞ্চাশ কোটি টাকা মাত্র) পর্যন্ত করা।	বিশেষ প্রস্তাব
৩	কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ১৮০(১)(এ) অনুযায়ী কোম্পানির সম্পত্তিতে চার্জ বা বন্ধক তৈরির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সংশোধিত সীমা ২৫০ কোটি টাকা (দুইশত পঞ্চাশ কোটি টাকা মাত্র) পর্যন্ত করার জন্য পর্ষদানুমতি পর্যন্তকে অনুমোদন দান।	বিশেষ প্রস্তাব

পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া সদস্যদের পর্যায়ের হালনাগাদ নাম ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ (কাট-অফ ডেট) তারিখে পর্যন্ত সদস্যদের রেজিস্টার বা এনএসডিএল ও সিডিএসএল-এর বেনিফিশিয়ান্স ওনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে এবং যারা তাদের ইমেল নিবন্ধিত করেছেন। এমসিএ সার্কুলারের ছাড় অনুযায়ী কোনো বাস্তবিক কপি বা প্রিন্টেড খাম পাঠানো হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরিদর্শনের জন্য সদস্যরা cs@ashfood.in-এ ইমেল করতে পারেন।
এই নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://www.annapurnasnacks.in/), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (https://www.nseindia.com/) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com) উপলব্ধ। যেসব সদস্যরা ইমেল রেজিস্টার না করার কারণে নোটিশ পাননি, তারা সামাজিকভাবে কোম্পানির আরটিএ মেসার্স আইসীইপি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিকট (www.skylinerta.com) গিয়ে ইমেল নথিভুক্ত করতে পারেন। সফল নিবন্ধনের পর সদস্য নোটিশের সফট কপি এবং ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতিসহ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেয়ে যাবেন। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে admin@skylinerta.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে সদস্যদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলী নোটিশে দেওয়া হয়েছে।
রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবে:

ই-ভোটিং শুরু:	বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারি, ২০২৬, সকাল ৯:০০ ঘটিকায় (ভা স)
ই-ভোটিং শেষ:	শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, বিকেল ৫:০০ ঘটিকায় (ভাস)

এরপর এনএসডিএল-এর পক্ষ থেকে ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।
এই সময়কালে, শুক্রবার, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ ("কাট-অফ তারিখ") অনুযায়ী বাস্তবিক বা ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
কোনো প্রস্তাবের ওপর একবার ভোট প্রদান করা হলে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। সদস্যদের ভোটাধিকার ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তিনি এই নোটিশটি শুধুমাত্র তথ্য হিসেবে গণ্য করবেন।
পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য কোম্পানি যেসার্স এম শাহনওয়াজ আন্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর প্রোপ্রাইটর মিঃ মোঃ শাহনওয়াজ (সদস্যপদ নং: এসিএস: ২৪২/৫৩৭৬), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি-কে পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
পরীক্ষক তাঁর রিপোর্ট চেয়ারম্যান বা কোম্পানির অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের মধ্যে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। উক্ত ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে প্রদর্শিত হবে এবং নাসনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)-কে জানানো হবে। ওয়েছাড় ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://www.annapurnasnacks.in/) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) আপলোড করা হবে।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ফ্রিকোয়েন্সি কেকশনে থাকা সাধারণ জিজ্ঞাসা (FAQs) এবং ইউজার ম্যানুয়াল দেখে নিতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ কল করতে পারেন বা অমিত বিশাল-কে evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

পরিচালন পর্ষদের আদেশানুসারে
অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শাবিল আহমেদ
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্যপদ নং: এ৪৬৯৬৬

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯-০১-২০২৬

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

(ফিএলএ-বি)
স্বর্ণালঙ্কার নিলামের জন্য প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড
নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ব্যাঙ্কের কাছে যে বকেয়া ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ-বন্ধু, তা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের অনুকূলে বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিলাম আগামী ২৯-০১-২০২৬ তারিখে সকাল ১১:৩০ মিনিট থেকে বাড়ুয়াম ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রমিক নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারের বিবরণ	মোট ওজন (গ্রামে)	ইএমডি (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য ₹
১	১৯৪১৬১১ ০০০৭১৬১	আশোক মজুমদার, জয়রপুর, পোঃ/থানা- বাড়ুয়াম, দিয়োর সপু আরমের নিকট, বাড়ুয়াম	এটি আর্টি, এটি কানের দুল ১টি লকেট	মোট- ১৯.৩ গ্রাম	১৯,৫০০/-	১,৬৫,০৪২/-

এই নিলাম ব্যাঙ্কের নির্ধারিত বিক্রয় সংক্রান্ত শর্তাবলীর অধীনে পরিচালিত হবে। উক্ত শর্তাবলীর একটি অনুলিপি ২০-০১-২০২৬ থেকে ১৯-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বাড়ুয়াম শাখার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত থাকবে এবং আগ্রহী পক্ষগুলি তা দেখে নিতে পারেন।বিক্রয় সংক্রান্ত বিশদে যেকোনো সময় বা ওপরের তথ্যে যে কোনও ত্রুটি বা বিচ্যুতি দেখা গেলে তা বিক্রয়ের পূর্বাহ্নে শর্তাবলী সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। বিক্র বা বন্ধক জব্দ দেওয়ার শেষ তারিখ হল ১৯-০১-২০২৬।

স্থান: বাড়ুয়াম
তারিখ: ১৯-০১-২০২৬
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, বাড়ুয়াম শাখা

শিলিগুড়ি আঞ্চলিক অফিস,
হেমলাতা বিজনেস সেন্টার
৫ম তল, ৩৯ মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪৩০৬

বহরমপুর শাখা
[রুল-৮(১)] দখল নোটিস (ওধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর অধীনে **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বহরমপুর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) ও 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর রুল ৯-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৮-১১-২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে **ঋণগ্রহীতা মিঃ প্রদীপ কুমার রায়, ১২২/১এ, দয়ানগর রোড, পোঃ- কাশিমবাজার রাজ, থানা- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ- ৭৪২১০১**-কে নোটিশে উল্লিখিত ২২-০৪-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **₹৯,৯৩,৬৫২.৮৭ (নয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার তিনশো ছেষট্টি টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র)** ও অনির্ধারিত/অনাদায়ী সুদ এবং অন্যান্য খরচ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুল ৮ ও ৯ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আজ **২০-০১-২০২৬** তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
নিম্নের ক্রমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনো প্রকার লেনদেন না করেন। উক্ত সম্পত্তির যাবৎ করা যেকোনো লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বহরমপুর শাখার ৯,৯৩,৬৫২.৮৭ টাকা (নয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার তিনশো ছেষট্টি টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র) + চুক্তিভঙ্গ হারে অনির্ধারিত/অনাদায়ী সুদ এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য ব্যয়, খরচ ও চার্জের** দায়বদ্ধ থাকবে।
সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
মিঃ প্রদীপ কুমার রায়ের নামে থাকা ১২২/১এ দয়ানগর রোড, পোঃ- কাশিমবাজার রাজ, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত জমি ৭ বিঘা/বের সমবন্ধক: মৌজা- খাগড়া, জে এল নং: ৯৭, আর এস দাগ নং: ১৫১৩/২৩৭৩, এল আর ২৭২০, খতিয়ান নং: ৪১৬৫, ওয়ার্ড নং: ৭, ধরণ- ডিটি, জমির পরিমাণ: ৯.৫০ ডেসিমেল (বন্দিনামা সূত্রে ০.৮ ডেসিমেল + নিজস্ব দলিল সূত্রে ১.৯ ডেসিমেল)। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর- সুমন রায়ের সম্পত্তি; দক্ষিণ- ১০ ফুট চওড়া পি সি রাস্তা; পূর্ব- সুবল রায়ের সম্পত্তি; পশ্চিম- প্রবীর রায়ের সম্পত্তি।
অনুমোদিত আধিকারিক,
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
তারিখ: ২০-০১-২০২৬